বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১

ফোন : ২২৩৩৮৩৬৩৭;
ই-মেইল : dgmpd1@krishibank.org.bd
website: www.krishibank.org.bd

নং-প্রকা/এইচআরএমডি-১/বিবিধ-৩১(৪)/২০২২-২০২৩/৯১০ তারিখ : ১৯.০৯.২০২২খ্রি.

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বিষয় : মানবিক সাহায্যের আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব কেসোয়ারা হোসেন (কে-৬৪৯) কর্তৃক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর মানবিক সাহায্যের আবেদন করেছেন, যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

০২। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব কেসোয়ারা হোসেন এর ২০২০ খ্রি. ব্রেস্ট ক্যান্সার এ আক্রান্ত হন। তিনি আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল, মিরপুর ও আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতাল ধানমন্ডিতে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। গত জুন মাসে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তার ব্রেন ক্যান্সার সনাক্ত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ভারতের চেন্নাই এ্যাপোলো ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ডাক্তার, ঔষধ ও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, কেমো থেরাপি বাবদ এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে তার তিনটি ওর‍্যাল ও একটি হাড়ের কেমো বাবদ প্রতি মাসে ৮০,০০০/-টাকা ব্যয় হয়। বর্ণিত চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় তার পরিবারের পক্ষে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া দুরূহ বিধায় ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট মানবিক কারণে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছেন।

০৩। এমতাবস্থায়, কেসোয়ারা হোসেন (কে-৬৪৯), উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা এর ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, স্টাফ কলেজ শাখা, ঢাকা এ পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বামী জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন সিকদার এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪১২১-০৩১০-১১১৩০ এ সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকলস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ খোরশেদ আনোয়ার)
উপমহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/এইচআরএমডি-১/বিবিধ-৩১(৪) /২০২২-২০২৩/৯১০(১১) তারিখ : ১৯.০৯.২০২২ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(মানবিক সাহায্য সংক্রান্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/অফিস নথি।

(ফেরদৌস আহম্মদ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়
প্লট-৩, ব্লক-এ, মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬
Phone : 02-48033037
E-mail :daodhaka@krishibank.org.bd

নং-বিনিকা(ঢাকা)/প্রশা-১৯(৪৬)/২০২২-২০২৩/১৮২ তারিখ ঃ ২৩-০৮-২০২২খ্রিঃ

চীফ স্টাফ অফিসার
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ **মানবিক সাহায্যের জন্য আবেদন প্রেরণ প্রসংগে।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।

০২। অত্র কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব কেশোয়ারা হোসেন (ভঃতঃসূচক নং-কে-৬৪৯) প্রায় আড়াই বছর ধরে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত। ইতোমধ্যে উক্ত রোগের চিকিৎসাবাবদ তার প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ক্যান্সারের ব্যয়বহুল ট্রিটমেন্ট এর খরচ বহন করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ায় তিনি মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে একটি মানবিক সাহায্যের আবেদন করেছেন।

০৩। এমতাবস্থায়, তার মানবিক সাহায্যের স্ব-ব্যাখ্যায়িত আবেদনপত্রটি অত্র কার্যালয়ের সুপারিশসহ পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ-বর্ণনামতে

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এর দপ্তর
নং- ২১ তারিখ ২৫/০৮/২২
উমব্য,এইচআরএমডি-১/ক্রেডিট/বাণিজ্য/প্রকিউরমেন্ট/বিসিবিডি/আদায়
মহাব্যবস্থাপক

আপনার বিশ্বস্ত

২৩/০৮/২২

(এফ এম এ রহিম)
বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নং ৮২২ তারিখ ২৫/০৮/২২
ডিএমডি
জিএম Admin
ডিজিএম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এইচ আর এম ডি-১
তারিখ ২৫/০৮/২২

২৬৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় ঃ মানবিক সাহায্যের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমি কেসোয়ারা হোসেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিভাগীয় নীরিক্ষা কার্যালয় ঢাকায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসাবে কাজে নিয়োজিত আছি। আমি গত ২০২০ইং সালের ৩০শে মার্চ ব্রেষ্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হই। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আহ্‌সানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসাপাতাল মিরপুর ঢাকায় ৮টি ক্যামো থেরাপি দেই যাহার খরচ প্রায় ৩,০০,০০০/- টাকা। পরে আনোয়ার খান মর্ডাণ হাসপাতাল ধানমন্ডিতে অপারেশন হয়, তাতে খরচ প্রায় ২,৫০,০০০/- টাকা। পরে আবারও আহ্‌সানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসাপাতাল উত্তরা সেকশন-১০ এ ২৫ টি রেডিও থেরাপি দেই, যাহার খরচ প্রায় ২,০০,০০০/- টাকা। তার পরে ২১ দিন পর পর ১৭ টি টার্গেট থেরাপি আহ্‌সানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসাপাতাল মিরপুরে দেই, প্রতি থেরাপির মূল্য ৬০,১৯০/- টাকা করে মোট ১০,২৪,০০০/- টাকা। হাসপালে ভর্তি, ঔষধ ও ডাক্তারের বিল ও বিভিন্ন পরিক্ষা নীরিক্ষা বাবদ খরচ প্রায় ৪,০০,০০০/- লক্ষ টাকা। আনুসাঙ্গিক আরো অনেক টাকা খরচ হয়। এতে সর্বমোট আনুমানিক ২৪.০০ লক্ষ হতে ২৫.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এই ভাবে ২ বছর ৩ মাস চলে। অতিব দুঃখের বিষয় এতোকিছু করেও এই ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি পাই নাই। গত জুন/২২ইং মাসের প্রথম দিকে শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তারের কাছে যাই। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্রেন ক্যান্সার ধরা পরে এবং আস্তে আস্তে আমার শারিরীক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। অবস্থা বেশি খারাপ থাকায় সকল ডাক্তারই অপারেশন করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ডাক্তার আমাকে প্রোটন থেরাপী দেওয়ার জন্য ভারত যেতে পরামর্শ দেন। এই প্রোটন থেরাপী বাংলাদেশে নাই। আমি অনেক কষ্ট করে আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ধার নিয়ে ভারতের চেন্নাই এ্যাপোলো ক্যান্সার হাসপাতালে ১ মাস ধরে চিকিৎসা নেই। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঐ হাসপাতালে ১০টি টোমো রেডিও থেরাপী নেই। ডাক্তার, ঔষধপত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা বাবদ প্রায় মোট ১৪-১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ডাক্তারের পরামর্শে ৩ মাস অন্তর অন্তর শারিরীক পরীক্ষার জন্য ভারতের ঐ হাসপাতালে যেতে হবে। বর্তমানে আমার ৩টি ওরাল ক্যামো ও ১টি হাড়ের ক্যামো চলতেছে তাহাতে প্রতি মাসে খরচ প্রায় ৮০,০০০/- টাকা। এত খরচ আমার মত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পক্ষে বহন করা সম্ভব না। তাই আমার চিকিৎসার জন্য মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন যাহাতে আমি আপনার কার্যালয় (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক) হইতে মানবিক সাহায্য পেয়ে আমার চিকিৎসা চালাতে পারি তাহার সুব্যবস্থা গ্রহণে আজ্ঞা হয়।

বিনীত
নিবেদক
কেসোয়ারা হোসেন
২২-৮-২২
কেসোয়ারা হোসেন
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়
মিরপুর, ঢাকা।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

মোঃ হেলাল উদ্দিন সিকদার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
স্টাফ কলেজ শাখা, মিরপুর, ঢাকা
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪১২১০৩১০১১১৩০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় ঃ মানবিক সাহায্যের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমি কেসোয়ারা হোসেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিভাগীয় নীরিক্ষা কার্যালয় ঢাকায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসাবে কাজে নিয়োজিত আছি। আমি গত ২০২০ইং সালের ৩০শে মার্চ ব্রেষ্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হই। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আহ্‌সানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসাপাতাল মিরপুর ঢাকায় ৮টি ক্যামো থেরাপি দেই যাহার খরচ প্রায় ৩,০০,০০০/- টাকা। পরে আনোয়ার খান মর্ডাণ হাসপাতাল ধানমন্ডিতে অপারেশন হয়, তাতে খরচ প্রায় ২,৫০,০০০/- টাকা। পরে আবারও আহ্‌সানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসাপাতাল উত্তরা সেকশন-১০ এ ২৫ টি রেডিও থেরাপি দেই, যাহার খরচ প্রায় ২,০০,০০০/- টাকা। তার পরে ২১ দিন পর পর ১৭ টি টার্গেট থেরাপি আহ্‌সানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল মিরপুরে দেই, প্রতি থেরাপির মূল্য ৬০,১৯০/- টাকা করে মোট ১০,২৪,০০০/- টাকা। হাসপালে ভর্তি, ঔষধ ও ডাক্তারের বিল ও বিভিন্ন পরিক্ষা নীরিক্ষা বাবদ খরচ প্রায় ৪,০০,০০০/- লক্ষ টাকা। আনুসাঙ্গিক আরো অনেক টাকা খরচ হয়। এতে সর্বমোট আনুমানিক ২৪.০০ লক্ষ হতে ২৫.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এই ভাবে ২ বছর ৩ মাস চলে। অতিব দুঃখের বিষয় এতোকিছু করেও এই ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি পাই নাই। গত জুন/২২ইং মাসের প্রথম দিকে শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তারের কাছে যাই। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্রেন ক্যান্সার ধরা পরে এবং আস্তে আস্তে আমার শারিরীক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। অবস্থা বেশি খারাপ থাকায় সকল ডাক্তারই অপারেশন করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ডাক্তার আমাকে প্রোটন থেরাপী দেওয়ার জন্য ভারত যেতে পরামর্শ দেন। এই প্রোটন থেরাপী বাংলাদেশে নাই। আমি অনেক কষ্ট করে আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ধার নিয়ে ভারতের চেন্নাই এ্যাপোলো ক্যান্সার হাসপাতালে ১ মাস ধরে চিকিৎসা নেই। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঐ হাসপাতালে ১০টি টোমো রেডিও থেরাপী নেই। ডাক্তার, ঔষধপত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা বাবদ প্রায় মোট ১৪-১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ডাক্তারের পরামর্শে ৩ মাস অন্তর অন্তর শারিরীক পরীক্ষার জন্য ভারতের ঐ হাসপাতালে যেতে হবে। বর্তমানে আমার ৩টি ওরাল ক্যামো ও ১টি হাড়ের ক্যামো চলতেছে তাহাতে প্রতি মাসে খরচ প্রায় ৮০,০০০/- টাকা। এত খরচ আমার মত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পক্ষে বহন করা সম্ভব না। তাই আমার চিকিৎসার জন্য মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন যাহাতে আমি আপনার কার্যালয় (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক) হইতে মানবিক সাহায্য পেয়ে আমার চিকিৎসা চালাতে পারি তাহার সুব্যবস্থা গ্রহণে আজ্ঞা হয়।

বিনীত
নিবেদক
কেসোয়ারা 22.8.2022
কেসোয়ারা হোসেন
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়
মিরপুর, ঢাকা।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

মোঃ হেলাল উদ্দিন সিকদার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
স্টাফ কলেজ শাখা, মিরপুর, ঢাকা
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪১২১০৩১০১১১৩০